চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২০.০৫.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক)
রাজস্ব আদায়ে গতি আনতে কঠোর নির্দেশনা দিলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম, বুধবার: চট্টগ্রাম নগরীর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরও সক্রিয়, জবাবদিহিমূলক ও মাঠমুখী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।বুধবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ের সভাকক্ষে রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, “চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বাণিজ্যিক রাজধানী হলেও হোল্ডিং ট্যাক্স, ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন খাতে রাজস্ব আদায় এখনো সম্ভাবনার তুলনায় অনেক কম। এ অবস্থা পরিবর্তনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীলতা ও কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে।”সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল, রাজস্ব কর্মকর্তা মো. সাব্বির রহমান সানি, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরীসহ রাজস্ব বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।সভায় উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যায়, বিপুল পরিমাণ সম্ভাব্য রাজস্ব এখনো আদায়ের বাইরে রয়ে গেছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কর বিষয়ে সচেতনতার ঘাটতি, কর ফাঁকির প্রবণতা এবং রাজস্ব বিভাগের লজিস্টিক ও জনবল সংকটকে এই অবস্থার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।সভায় প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল বলেন, সরকারি সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দের সীমাবদ্ধতার কারণে নির্ধারিত পরিমাণ কর আদায় সম্ভব হয় না। যেমন রেলওয়ের ক্ষেত্রে প্রতি বছর প্রায় ২০ কোটি টাকা পাওনা থাকলেও বাজেটে কম বরাদ্দ থাকায় তা পর্যাপ্ত পরিমাণে আদায় করা যাচ্ছে না, ফলে বকেয়া জমে বাড়ছে। এভাবে জমতে জমতে রেলওয়ে থেকে পাওনা ৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন বলেন, রাজস্ব আদায়ে কাঠামোগত কিছু সমস্যা রয়েছে, বিশেষ করে বাজেট প্রণয়নের সময় গৃহকরের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ কর পরিশোধ করতে পারে না। এছাড়া জনবল সংকটও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ প্রেক্ষিতে নির্দেশনা দিয়ে মেয়র বলেন, সরকারি সংস্থাগুলোর কাছেও চসিকের বিপুল পরিমাণ বকেয়া রয়েছে। এসব বকেয়া আদায় না হলে সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে না।তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য অবিলম্বে অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে ডিও (DO) লেটার প্রস্তুত করে পাঠাতে হবে। পাশাপাশি বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ফাইভ স্টার হোটেল, মার্কেট, গার্মেন্টস কারখানা ও কন্টেইনার ডিপোগুলোর হোল্ডিং ট্যাক্স দ্রুত পুনর্মূল্যায়ন (রি-অ্যাসেসমেন্ট) করতে হবে।কর আদায়ে কোনো ধরনের শিথিলতা বরদাশত করা হবে না উল্লেখ করে মেয়র বলেন, “আমি ট্যাক্সের ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেব না। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে কর পরিশোধ করছে না, তাদের তালিকা তৈরি করে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনায় প্রতি মাসের শুরুতে নিয়মিত সমন্বয় সভা করে আমাকে অগ্রগতি জানাবেন।”সভায় রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ক্যান্টনমেন্ট ও ইপিজেড এলাকায় আইনি জটিলতার কারণে কর আদায়ে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করতে সভায় বিভিন্ন কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে—সরকারি বকেয়া আদায়ে ডিও লেটার প্রেরণ, বাণিজ্যিক স্থাপনার পুনর্মূল্যায়ন, ইপিজেড এলাকার করযোগ্যতা যাচাই, বড় করখেলাপিদের তালিকা প্রণয়ন, জনবল সংকট নিরসনে পদায়ন, কর সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচারণা, নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং কর্মীদের প্রণোদনা প্রদান।মেয়র বলেন, “নগরবাসীর করের টাকাই নগর উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও কার্যকর রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক, বাসযোগ্য ও সমৃদ্ধ নগরীতে রূপান্তর করা সম্ভব।”

চট্টগ্রামে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২৬ এর উদ্বোধন

অগ্নি দূর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে ফায়ার সার্ভিস সাহসী ভূমিকা পালন করছে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

অগ্নি দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদস্যরা অত্যন্ত সাহসিকতা, দক্ষতা ও মানবিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, “জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফায়ার

সার্ভিস কর্মীরা মানুষের জানমাল রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করছেন। অগ্নি দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবং দুর্যোগ মুহূর্তে দ্রুত সাড়া দিতে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।" বুধবার চট্টগ্রামের কালুরঘাট ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনে আয়োজিত "ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২৬" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-৯ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন, বাংলাদেশ পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মোঃ মনিরুজ্জামান, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার হাসান মোঃ শওকত আলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগের উপপরিচালক বিএফএম (এস) মোঃ জসীম উদ্দিন।
মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনায় অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহুতল ভবন, শিল্পকারখানা, মার্কেট ও আবাসিক এলাকায় অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল হতে হবে। তিনি বলেন, শুধু দুর্ঘটনার পর উদ্ধার তৎপরতা নয়, দুর্ঘটনা প্রতিরোধেও জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি।তিনি আরও বলেন, ফায়ার সার্ভিসকে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও পর্যাপ্ত সরঞ্জাম দিয়ে আরও শক্তিশালী করতে হবে। একই সঙ্গে নাগরিকদেরও অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত সাড়া দিতে হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষিত হতে হবে।চট্টগ্রাম-৯ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা যেকোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে এ বাহিনীর সদস্যরা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান। তিনি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে অগ্নি ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার, ভবন নির্মাণে নিরাপত্তা নীতিমালা অনুসরণ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি সময়ের দাবি।আয়োজকরা জানান, সপ্তাহব্যাপী এ কর্মসূচিতে অগ্নিনির্বাপণ মহড়া, সচেতনতামূলক আলোচনা সভা ও জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যাতে দুর্ঘটনা মোকাবিলায় জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

বহদ্দারহাটে ১৫০ দোকানের নতুন কাঁচা বাজার উদ্বোধন করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত
৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাজার নগরীর যানজট ও ভোগান্তি কমাবে: মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বহদ্দারহাটে কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৫০ দোকান বিশিষ্ট কাঁচা বাজারের তৃতীয় তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের উদ্বোধন করেছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বুধবার প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ বাজার চালু হলে ফুটপাতে যত্রতত্র বসা ব্যবসা কমবে বলে জানান মেয়র। তিনি বলেন, এক ছাতার নিচে সব ধরনের কাঁচা বাজারের ব্যবস্থা হওয়ায় সাধারণ মানুষ ভোগান্তি ছাড়াই বাজার করতে পারবেন। এতে নগরীর যানজটও কমবে।মেয়র আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের সুপরিকল্পিত বাজার ব্যবস্থা নগরীর অন্যান্য এলাকায়ও সম্প্রসারিত হবে।চট্টগ্রাম-৯ আসনের সংসদ সদস্য আবু সুফিয়ান বলেন, অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা ফুটপাতের ব্যবসা নগরীতে যানজট ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সুপরিকল্পিত এ বাজার চালু হওয়ায় প্রান্তিক এলাকার মানুষসহ সব নাগরিক উপকৃত হবেন।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান এবং নির্বাহী প্রকৌশলী মাহমুদ শাফকাত আমিন।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮